গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd
sustainablegraduation-bd.com

মিডিয়া রিলিজ

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ হবে বাংলাদেশের জন্য গৌরব ও সম্মানের বিষয়- মাননীয় অর্থমন্ত্রী

ঢাকা, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১: মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি বলেছেন যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ হবে বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরব ও সম্মানের বিষয়।

'Effective Partnership with the Private Sector for Sustainable Graduation' শীর্ষক একটি অনলাইন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন যে "উত্তরণের এই গৌরব ও গরিমা পরিমাপনযোগ্য নয়"।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ই আর ডি)উক্ত কর্মশালা আয়োজন করে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে "স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার সফল বাস্তবায়ন। একই সঙ্গে এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে তারই স্বীকৃতি"।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি ও অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার। কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিম। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্স-এর সভাপতি মিজ জুয়েনা আজিজ।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পৃথিবীতে যখনই অর্থনৈতিক সংকট এসেছে, সব সংকটের সময়ই বাংলাদেশ খুব দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছে।

একইভাবে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

একই সাথে স্বল্পোন্নত দেশ হতে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য তিনি দেশের বেসরকারি খাতের গবেষণা ও উন্নয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর আরও বেশী নজর দেবার আহবান জানান।

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি বলেন যে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তাসমূহ হ্রাস পাওয়া সাপেক্ষে বাংলাদেশকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে জন্য প্রস্তুতির লক্ষ্যে বাংলাদেশকে এখন থেকেই বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd
sustainablegraduation-bd.com

ই আর ডি সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন তাঁর উপস্থাপনায় উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জন্য কি কি সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হবে তা উল্লেখ করেন। একই সাথে সরকার বেসরকারি খাতের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা ও আলাপআলোচনার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের লক্ষ্যে কি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাও তিনি তাঁর উপস্থাপনায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন সরকার জাতিসংঘের কাছে কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সহজভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের লক্ষ্যে উত্তরণ পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ৩ বছরের স্থলে আরও ২ বছর বর্ধিত সময়সহ ৫ বছর প্রস্তুতিকাল চেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার আসন্ন সময়ে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিবিড় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ মসৃণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে একটি ক্রান্তিকালীন কৌশল প্রস্তুত করবে।

অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার তাঁর বক্তব্যে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার লক্ষ্যে দেশের জনগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

একই সঙ্গে তিনি রপ্তানির নতুন বাজার অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান, স্টার্টআপ সমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীতকরণের উপর জোর দেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ মোঃ জাফর উদ্দীন জানান যে সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আলোচনা শুরু করেছে।

এফবিসিসিআই- এর সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিম আসন্ন সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য প্রণীতব্য ক্রান্তিকালীন কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করেন। তিনি স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন এবং এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

তৈরি পোশাক শিল্পের সংগঠন বিজিএমইএ-এর সভাপতি মিজ রুবানা হক, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের সংগঠন এলএফএমইএবি এর সভাপতি জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আবদুল মুক্তাদির, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি মিজ রুপালি চৌধুরী, মেট্রোপলিটান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি- এর সভাপতি মিজ নিহাদ কবির, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি- এর সভাপতি জনাব রিজওয়ান রহমান, বিকেএমইএ-এর সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাতেম এবং রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট-এর সভাপতি ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সহ বেসরকারি খাতের বিভিন্ন সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ গত ২০১৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সি ডি পি- এর সর্বশেষ ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হয়েছিল। জাতিসংঘের নিয়মানুযায়ী, কোন দেশ পরপর দু'টি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় উত্তরণের মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হলে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd
sustainablegraduation-bd.com

সি ডি পি এর সর্বশেষ তথ্য উপাত্ত অনুযায়ী আসন্ন ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ পুনরায় উত্তরণের মানদণ্ডসমূহ পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ বছরের প্রস্তুতিমূলক সময় শেষে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ নিঃসন্দেহে সমগ্র জাতির জন্য একটি গৌরবের বিষয়। একই সঙ্গে এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সুদক্ষ ও দূরদর্শী নীতিমালা এবং পদক্ষেপসমূহেরও বহিঃপ্রকাশ।

তবে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সাথে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রভাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবার জন্য উক্ত কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব এবং তাঁর মাত্রা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। একই সাথে উক্ত উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কেও কর্মশালায় আলোকপাত করা হয়। আসন্ন প্রস্তুতিমূলক সময়ে বাংলাদেশকে যে Transition Strategy বা ক্রান্তিকালীন কৌশল তৈরি করতে হবে সেই ব্যাপারে আসন্ন করণীয়সমূহ কি হতে তা নিয়েও উক্ত কর্মশালায় আলোচনা করা হয়।

End

For further information, please contact: Mehdi Musharraf Bhuiyan, Communication Specialist, SSGP, ERD via e-mail: mehdi.ldcgraduation@gmail.com or mob- 88 01715111313